দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..05 NOV 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

২২৬

ভাল স্কুল কেন ভাল

...নগরীতে স্কুলের অভাব নেই। অথচ সব স্কুলে ভর্তির জন্য চাপ পড়ে না। প্রায় প্রতি বছরই হাতে গোনা কয়েকটি স্কুলের প্রতি সবার নজর থাকে। ভাল স্কুল কেন ভাল— এই নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন

আজকের নতুন ঢাকার শীর্ষস্থানীয় তিন/চারটি স্কুলের নাম করলে বলতে হয় ভিকারুননিসা নূন, আইডিয়াল, উদয়ন ও গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুলের কথা। এ স্কুলগুলোতে সন্তানদের ভর্তি করাতে অভিভাবকগণ প্রতিবছর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু কেন এই প্রচেষ্টা? কারণ হলো— এই স্কুলগুলো ভালো এবং খুব ভাল। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, এসব স্কুল এতো ভাল হলো কি করে? কেনইবা এরা এতো ভাল? – এ বিষয়ে কথা হচ্ছিল ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষা মিসেস হামিদা আলির সঙ্গে। মিসেস আলি বলেন, আমাদের স্কুলের ফলাফল আকর্ষণীয় হওয়ার প্রধান কারণ সাতটি। এক, আমরা মেধা যাচাই করে ভর্তি করি। দুই, ক্লাসের পড়া ক্লাসে আদায় করি। তিন, সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা নিই। চার, ক্লাস পারফরমেন্স ও সারা বছরের সাপ্তাহিক, মাসিকসহ সকল পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন করে তারপর প্রমোশন দিই। পাঁচ, শিক্ষকরা ছাত্রীদের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান। ছয়, পরীক্ষার্থী ছাত্রীদের প্রি-টেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষার পর তাদের ডিফেক্টসগুলো তাদের ধরিয়ে দিই এবং সাত, টেস্ট পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশী ভাল করে এমন আট/দশজনকে স্পেশাল কেয়ার দিই। অন্যান্য স্কুলগুলোতে এতোসব সিস্টেম নেই বলে তারা ভাল করতে পারছে না।

ভিকারুননিসা স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। হামিদা আলি ১৯৮১ সাল থেকে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পদে কর্মরত রয়েছেন। শিক্ষকতায় তার অভিজ্ঞতা প্রায় ৩৬ বছরের। স্কুলের ফলাফল পরিসংখ্যানে জানা যায়, সর্বশেষ ১৯৯৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অত্র স্কুল থেকে স্ট্যান্ড করেছে ১১ জন ছাত্রী। ১৯৯৭ সালে স্ট্যান্ড করেছে ৭ জন এবং ১৯৯৬ সালে ৩ জন। প্রতিষ্ঠার পর বিগত বছরগুলোতে সবচেয়ে বেশী স্ট্যান্ড করেছে ১৯৯২ সালে। এ বছর স্ট্যান্ড করা ছাত্রীর সংখ্যা ১৩ জন।

ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল ফলাফলের জন্য তৈরী করতে অভিভাবকের ভূমিকা কি সে সম্পর্কে হামিদা আলি বলেন, অভিভাবকদের ভূমিকা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। আমরা অভিভাবকদের সঙ্গে প্রায়শঃ মিলিত হই। তাঁদের বক্তব্য শুনি। তাঁরা যাতে করে তাঁদের মেয়েদের প্রতি যত্নবান হন সেজন্য তাঁদের পরামর্শ দিই। অভিভাবকদের সঙ্গে এরূপ যোগাযোগ থাকার কারণে ছাত্রীরা পড়াশুনায় ফাঁকি দিতে পারে না।

একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিভাবে ভাল ফলাফল করতে পারে তার জবাবে হামিদা আলি বলেন, ভাল ফলাফল করার প্রধান শর্ত হলো, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশুনার সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকতে হবে, শিক্ষকদের টিউশনির ধান্ধা ছেড়ে যথাযথভাবে ক্লাসে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং সকল প্রকার দলাদলি বর্জন করে স্কুল প্রশাসনে স্বচ্ছ ও গতিশীল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় তাক লাগিয়ে দেয়ার মতো ফলাফল করে এরূপ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ। এ স্কুলটিকে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়েছেন অধ্যক্ষ ফয়জুর রহমান। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল মূলত তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। কি করে এই স্কুলটি এতো ভাল হলো তার জবাবে ফয়জুর রহমান বলেন, স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় '৬৫ সালে, আর আমি জয়েন করি '৭০ সালে। চ্যালেঞ্জের প্রথম ধাপে ১৯৭৩ সালে স্কুলের প্রথম ব্যাচ এসএসসি পরীক্ষা দেয় এবং তার মধ্যে একজন ফোর্থ স্ট্যান্ড করে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আমি আমার যৌবনের সোনালী সময়গুলো উৎসর্গ করে প্রতিবছর ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণীয় ফলাফল নিশ্চিত করেছি। আমি রাতদিন খেটেছি আমার সহকর্মীদের নিয়ে। এ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি কোন স্কুলের শিক্ষকগণ যদি আমার মতো চ্যালেঞ্জ নিয়ে স্কুলের ফলাফল উন্নয়নে চেষ্টা চালান তাহলে তারা অবশ্যই সফলকাম হবেন।

আইডিয়াল স্কুলের ক্ষেত্রে আপনি কি পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন— জিজ্ঞেস করলে ফয়জুর রহমান বলেন, প্রথমত আমি প্রত্যেক শিক্ষকের দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করেছি, দ্বিতীয়ত একাডেমিক ক্যালেন্ডার কার্যকর করেছি এবং তৃতীয়ত ক্লাসের পড়া ক্লাসে আদায় করার বিধান করেছি। এসব কারণে শিক্ষকেরা যেমনি কাজে অবহেলা করতে পারে না, তেমনি প্রতিদিনের কার্যক্রম প্রতিদিন ডায়েরীতে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরাও শিক্ষক কিংবা অভিভাবক কাউকে ফাঁকি দিতে পারে না।

নগরীর একটি নামকরা স্কুল — ইয়াসিন বাবুল

মেধা তালিকায় স্থান লাভের জন্য স্কুলের শিক্ষকরা হেড এক্সামিনারের সঙ্গে অবৈধ যোগাযোগ রক্ষা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ অভিযোগ কতটা ঠিক?- এ প্রশ্নের জবাবে ফয়জুর রহমান বলেন, এই অভিযোগ একসময় সঠিক ছিল। তবে এখন ফলাফলের বিষয়টি কম্পিউটারাইজড হওয়াতে সে সুযোগ কমেছে বলে আমি মনে করি। তিনি বলেন, শিক্ষকরা ছাত্রদের ফলাফল নিয়ে দুর্নীতি করতে পারে একথা আমি ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু ১৯৭৩ সালে যখন দেখলাম আমার ছাত্র ফার্স্ট স্ট্যান্ড করার পরও তাকে ফোর্থ [illegible] দেয়া হয়েছে তখন আমি খোঁজ-খবর নিয়ে [illegible] হেড এক্সামিনার দুর্নীতি করেছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেয়ার কারণে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত আমার ছাত্র-ছাত্রীরা ফার্স্ট, সেকেন্ড ও থার্ড স্ট্যান্ড করতে পারেনি।

প্রতিবছর আকর্ষণীয় ফলাফল করে এরূপ আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম উদয়ন স্কুল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ফুলার রোডে অবস্থিত এ স্কুলটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এসএসসি পরীক্ষায় স্কুলটির পাসের হার প্রতিবছর একশ' পার্সেন্ট এবং এই একশ' পার্সেন্ট ছাত্রছাত্রীর সকলেই পাস করে ফার্স্ট ডিভিশন নিয়ে। সর্বশেষ ১৯'৯৮ সালে এ স্কুল থেকে স্ট্যান্ড করে ৬ জন শিক্ষার্থী। কি করে এই স্কুল এত ভাল হলো সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী বলেন, আমাদের সাফল্যের অন্যতম কারণ হলো আমরা ক্লাসে ৫০ জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করি না এবং স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষক সর্বান্তকরণে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার উৎকর্ষ বিকাশে নিজেদের ব্যস্ত রাখেন। তিনি বলেন, কোয়ালিটি এডুকেশনের জন্য ছাত্রসংখ্যা সীমিত রাখা একটি প্রধান শর্ত। এছাড়া আমরা ক্লাসরুম টিচিং -এর ওপর জোর দিই সবচেয়ে বেশী। সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতির মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করি। বছরের শুরুতে সিলেবাস নির্ধারণ করে দিই এবং শিক্ষকরা ক্লাসে কেমন পাঠদান করছেন তার জন্য জোর তদারকির ব্যবস্থা করি।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে শ্যামলী নাসরীন বলেন, পুরনো ঢাকার সরকারী স্কুলগুলো ভাল ফলাফল না করার কারণ সেসব স্কুলে যোগ্য ব্যবস্থাপনার অভাব, প্রতিটি ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা বেশী এবং ডবল শিফট চালুকরণ। তিনি বলেন, ডবল শিফট চালু করায় কোন শিফটেই ভালভাবে পড়াশুনা হয় না। এছাড়া দক্ষ ব্যবস্থাপনা নেই বলে শিক্ষকরা দায়িত্ব পালনে উদাসীন থাকেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পড়াশুনায় ফাঁকি দিয়ে থাকে। তাই সরকারী স্কুলগুলোকে ভাল ফলাফল করতে হলে এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

□ সারওয়ার-ই-আলম